আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল।

৮৩৩ সালের কথা.

বাগদাদের খলিফা মামুন আর-রশিদ তখন একটি ফতোয়া জারি করলেন —

সারা সাম্রাজ্যের আলেমদের বলতে হবে: "কুরআন মাখলুক — অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর কথা নয়, এটি সৃষ্টি।"

এই মতবাদের নাম ছিল "মিহনা" — পরীক্ষার কাল। একে একে আলেমরা ভয়ে মাথা নত করলেন। কেউ চাপে পড়ে রাজি হলেন, কেউ চুপ থাকলেন।

অল্প কিছু মানুষ — বললেন: "না।"

তাদের মধ্যে একজন এর নাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। জীবনের প্রায় পুরোটা কেটেছে ইলমের পথে —কুফা, বসরা, মক্কা, মদিনা, ইয়েমেন — হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ একবার বলেছিলেন: "আমি বাগদাদ ছেড়ে যাচ্ছি, কিন্তু সেখানে আহমাদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে বড় আলেম, বড় পরহেজগার আর বড় ফকিহ রেখে যাচ্ছি না।"

খলিফার সৈন্যরা এলো তাঁর দরজায়। তাঁকে শিকলে বেঁধে বাগদাদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। কারাগারে ঢোকার আগে তিনি একটাই কথা বললেন

"আমাকে কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদীস দেখাও যেখানে এই কথা আছে। থাকলে আমি মেনে নেব।"

কেউ পারেনি। কারাগারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরেকজন আলেম।

সেই আলেম রাতের বেলা তাঁকে বললেন: "হে আবু আবদুল্লাহ, তুমি যদি এই মুহূর্তে মারা যাও, তাহলে শহীদ হবে। কিন্তু যদি রাজি হয়ে যাও, তাহলে একটু বাঁচবে।"

ইমাম আহমাদ বললেন: "মৃত্যু আমার কাছে এই মুহূর্তে তোমার এই কথার চেয়ে ভালো।"

পরদিন তাঁকে দরবারে আনা হলো। খলিফা মামুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ আলেম — হাতে শিকল, পরনে ছেঁড়া কাপড়, কিন্তু চোখে এমন দৃঢ়তা যা দেখে

দরবারের লোকেরা চুপ হয়ে গেল। খলিফার উজিররা একে একে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

তিনি শুধু বললেন — "দলিল দিন।"

কেউ দিতে পারেনি। খলিফা মামুন রাগে আদেশ দিলেন — "বেত্রাঘাত করো।"

প্রতিটি আঘাতে তাঁর পিঠ থেকে রক্ত ঝরছে। তবু মুখ থেকে একটাই কথা বের হচ্ছে — "আমাকে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল দিন।"

ইমাম যাহাবী লিখেছেন — সেই দিনগুলোতে ইমাম আহমাদের একটিই অভ্যাস ছিল।

আঘাতের মাঝে মাঝে তিনি গণনা করছিলেন — প্রতিটি বেত্রাঘাতের সাথে তিনি মনে মনে পড়ছিলেন আয়াতুল কুরসি। (আয়াতুল কুরসি গণনা করার ঘটনাটি এটি জনপ্রিয় বর্ণনা হলেও এর শক্ত সনদ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নিশ্চিত ঐকমত্য নেই।)

পরে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, "এত কষ্টের মধ্যে এটা মনে থাকলো কীভাবে?"

তিনি বললেন: "আমি ভয় পেয়েছিলাম যে হয়তো কষ্টে অজ্ঞান হয়ে যাব এবং মুখ থেকে কোনো ভুল কথা বেরিয়ে যাবে। তাই আল্লাহর কালামকে আঁকড়ে ধরেছিলাম।"

মামুন মারা গেলেন। পরের খলিফা মুতাসিম — একই নীতি চালিয়ে গেলেন।

ইমাম আহমাদকে আবার কারাগারে নেওয়া হলো। আবার বেত্রাঘাত।

এবার এত তীব্র যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি প্রথমে যা করলেন —নামাজের জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

কারাগারের পাহারাদার পর্যন্ত কেঁদে ফেলল। দীর্ঘ ১৫ বছর এই পরীক্ষা চলল।

অবশেষে খলিফা মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতায় এলেন এবং মিহনার অবসান ঘটালেন।

সারা বাগদাদ আনন্দে ভরে গেল। মানুষ রাস্তায় নেমে এলো। কেউ কেউ বলল — "আজ ইসলামের দ্বিতীয় বিজয় হলো।"

কিন্তু ইমাম আহমাদ সেদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে নামাজে বসে রইলেন। কোনো উৎসব নেই, কোনো গর্ব নেই। ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালায় লিখেছেন —

“আহমাদ ইবনে হাম্বল ছিলেন এমন একজন মানুষ — যাঁকে দেখলে আখিরাতের কথা মনে পড়ত। তিনি কথা কম বলতেন, কিন্তু প্রতিটি কথা সত্য ছিল। তিনি ভয় পেতেন — কিন্তু কেবল আল্লাহকে।”

তাঁর জীবনের শেষ দিকে এক ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন: “হে শায়খ, এত কষ্ট সহ্য করলেন কেন? একটু মুখে বললেই তো বাঁচতেন।”

ইমাম আহমাদ একটু থামলেন। তারপর বললেন:

“আমি যদি মুখে বলতাম, তাহলে সাধারণ মানুষ ভাবত — আলেমরাও মেনে নিয়েছে। তখন পুরো উম্মাহ এই পথে চলে যেত। আমার একটি মিথ্যা হয়তো লক্ষ মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করত।”

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ৮৫৫ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় কত মানুষ এসেছিল?

ইতিহাসবিদরা লিখেছেন — আট লক্ষ থেকে দশ লক্ষ। (*জানাজায় “আট লক্ষ থেকে দশ লক্ষ” ক্লাসিক সূত্রে বিশাল জনসমাগমের কথা এসেছে, কিন্তু সংখ্যাগুলো ঐতিহাসিকভাবে অতিরঞ্জিত হতে পারে। মধ্যযুগীয় ইতিহাসে এমন সংখ্যা প্রায়ই প্রতীকীভাবে ব্যবহৃত হতো।*)

সেদিন বাগদাদের রাস্তায় পা ফেলার জায়গা ছিল না। একটি মানুষ। কোনো সেনাবাহিনী নেই, কোনো রাজত্ব নেই। শুধু একটি বিশ্বাস — এবং সেই বিশ্বাসে অটল থাকার সাহস। এটাই ছিল তাঁর পরিচয়। এটাই ছিল তাঁর উত্তরাধিকার।

সূত্র: সিয়ারু আলামিন নুবালা — ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ

https://www.facebook.com/share/1DMRbJTLwj/